بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

তাহরীকে জাদীদের ৯২তম বছরে পেশকৃত আর্থিক কুরবানীর কতিপয় ঈমান উদ্দীপক ঘটনা এবং ৯৩তম নববর্ষ ঘোষণার প্রেক্ষাপটে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৬ই নভেম্বর, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, **লান তানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন**। অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু ভালোবাসো তা থেকে যতক্ষণ (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় না করবে, তোমরা কখনো প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন হযরত তালহা (রা.) তাঁর অত্যন্ত প্রিয় 'বায়রুহা' বাগানটি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমীপে পেশ করেন এবং বলেন, এটিই আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ; আমি এটিকে কুরবানী করে দিচ্ছি।

সাহাবী (রা.)-দের জীবনে এমন অসামান্য আর্থিক কুরবানীর অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। এই উজ্জ্বল নক্ষত্রসদৃশ সাহাবীগণ আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

অতঃপর আল্লাহ তা'লার সুমহান ওয়াদা অনুযায়ী যখন ইসলামের পুনর্জাগরণের সুবর্ণ যুগ সূচিত হলো, তখন এই যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিভিন্ন পবিত্র তাহরীকে সাড়া দিয়ে তাঁর সাহাবিগণও অভূতপূর্ব আর্থিক ও আত্মিক কুরবানি পেশ করেছিলেন; কারণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজে তাঁদের অন্তরে এই কুরবানি ও ত্যাগের প্রকৃত উপলব্ধি এবং গভীর চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে লেখেন, অকেজো, বাতিল ও নিকৃষ্ট জিনিস বা সম্পদ খরচ করার মাধ্যমে কেউ আল্লাহর রাস্তায় প্রকৃত নেকি বা পুণ্য অর্জনের দাবিদার হতে পারে না। নেকির প্রবেশদ্বার অত্যন্ত সংকীর্ণ। অতএব, এই বিষয়টি ভালোভাবে মনে গেঁথে নাও যে, অপ্রয়োজনীয় ও উদ্বৃত্ত জিনিস দান করে কেউ এই পথে প্রবেশ করতে পারে না। কারণ স্পষ্ট ও অকাট্য আল-কুরআনের ঘোষণা হলো-'লান তানালুল বিররা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন'। যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু এবং অমূল্য সম্পদ আল্লাহর পথে উৎসর্গ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নিকট প্রিয় ও মাহবুব হওয়ার কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা লাভ করা সম্ভব নয়। তোমরা যদি (আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে) সামান্য কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে না চাও এবং প্রকৃত নেকি ও পুণ্যকে আঁকড়ে ধরতে না চাও, তবে কীভাবে তোমরা সফলতা ও সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারো? সাহাবীগণ (রা.) কি এমনিতেই সেই উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, যা তাঁরা অর্জন করেছিলেন?...আসল কথা হলো, আল্লাহ

তা'লার সন্তুষ্টি-যা মানুষের প্রকৃত ও চিরন্তন সুখের একমাত্র উৎস-তা কস্মিনকালেও অর্জিত হতে পারে না, যতক্ষণ না মানুষ আল্লাহর পথে এই ক্ষণস্থায়ী কষ্ট-ক্লেশ হাসিমুখে সহ্য করে নেয়।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এটি সেই চেতনা যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'তের মাঝে সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁর পবিত্র সাহাবিগণও আল্লাহর পথে ত্যাগ ও কুরবানির ক্ষেত্রে এতদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বলতে হয়েছিল: **আমি দেখতে পাই যে, আমাদের এই জামা'তে এমন অনেক মানুষও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন-যাদের শরীরে কষ্টে একটি পরিধেয় বস্ত্র বা জামা থাকে এবং কোনো রকমে একটি চাদর বা পাজামা তাদের নসিব হয়; অথচ তাঁদের ইখলাস, বিশ্বস্ততা, গভীর আনুগত্য ও অতুলনীয় ভালোবাসার এই দৃশ্য দেখে মানুষের মন বিস্ময় ও তাজ্জবে ভরে যায়।** তিনি (আ.) মানুষের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লবের মাধ্যমে যে সুমহান পরিবর্তন ও রূপান্তর সাধন করেছিলেন, মানবজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার সমতুল্য বা দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

আজ আত্মত্যাগ ও কুরবানির প্রকৃত চেতনার যে গভীর উপলব্ধি একজন আহমদীর রয়েছে, তা অন্য আর কারো মধ্যে দেখা যায় না। আজ আমাদের এই জামা'তে এমন অসংখ্য চমৎকার দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ভেসে ওঠে-যাঁদের অনেকেই খলিফাতুল মসীহকে কখনো স্বচক্ষে দেখেনওনি; তাঁরা কেবল এমটিএ -এর পর্দায় তাঁর পবিত্র চেহারা মোবারক দেখেছেন কিংবা তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করেছেন, অথচ ইখলাস, আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার মর্যাদায় তাঁরা দিন দিন কেবল উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়ে চলেছেন। এই নিঃস্বার্থ মানুষগুলোকে দুনিয়ার সাধারণ মানুষ হয়তো চেনে না বা জানে না; এরা বাহ্যত হয়তো খুব বেশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন, কিন্তু পবিত্র কুরআনের সুমহান শিক্ষার প্রতি তাদের রয়েছে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধি, আর তারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে সেগুলোর ওপর সর্বান্তঃকরণে আমল করার অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গুয়াদেলুপ এর এক নবাগত আহমদীর একটি চমৎকার উদাহরণ রয়েছে, যিনি সম্প্রতি ইউকে-এর জলসা সালানায় শামিল হয়েছিলেন এবং আমার সাথেও সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি সেখানে সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, জামা'ত কীভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, জামা'তের একটি আর্থিক ব্যবস্থাও রয়েছে, যার মাধ্যমে সদস্যগণ চাঁদা প্রদান করে থাকেন এবং সেই তহবিলের সাহায্যে বিশ্বজুড়ে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের বহুমুখী কাজ করা হয়ে থাকে। এই কুরবানির অর্থ কোন কোন খাতে এবং কীভাবে ব্যয় করা হয়, সে সম্পর্কে যখন তাঁকে বিস্তারিত জানানো হলো, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, আমি জলসা সালানায় নিজ চোখে দেখে এসেছি যে, জামা'ত কীভাবে এই পবিত্র সম্পদগুলো একান্তভাবে আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করছে। মিশনারি সাহেব লিখেছেন যে, এই ঘটনার আরেকটি অত্যন্ত ঈমান-উদ্দীপক দিক হলো-তাহরীকে জাদীদ তহবিলের চাঁদা প্রদানের শেষ দিনে এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন যে, আমার ছোট্ট একটি ছয় বছরের ছেলে রয়েছে; এটি তার পক্ষ থেকে তাহরীকে জাদীদের জন্য ছয় ইউরো চাঁদা। তিনি আরও বললেন, আমি প্রায়ই আমার সন্তানকে বলতাম যে, জামা'ত কীভাবে আল্লাহর পথে বড় বড় কুরবানি ও ত্যাগ স্বীকার করে থাকে। একদিন আমি তাকে পার্কের মেলায় নিয়ে গেলাম এবং যখন রাইড বা দোলনার টিকিট কাটতে উদ্যত হলাম, তখন সে আমাকে বাধা দিয়ে বলল, বাবা, আজ আমি দোলনায় চড়ব না; বরং এই টিকিটের নির্ধারিত অর্থ আমার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিন। এটি বাহ্যত অত্যন্ত সামান্য পরিমাণ একটি অর্থ হতে পারে, কিন্তু একজন শিশুর পক্ষ থেকে এটি এক সুমহান ও অসামান্য কুরবানি!

গিনি কোনাকিরি'র একটি ঘটনা হলো-তোলা সাহেব নামের এক আহমদী ভাই অত্যন্ত অস্বচ্ছল ও গরিব হওয়া সত্ত্বেও তাহরীকে জাদীদ তহবিলে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক চাঁদা ওয়াদা করেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন যে, সেই সময় আমার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানও ঘনিয়ে আসছিল এবং তার বিয়ের খরচের জন্যই আমি কিছু অর্থ জমিয়ে রেখেছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে মোয়াল্লিম সাহেব চাঁদা সংগ্রহের জন্য আমার কাছে এসে উপস্থিত হন। আমি মেয়ের বিয়ের জন্য জমানো সেই সমস্ত অর্থই তাঁর হাতে তুলে দিলাম এবং বললাম যে, এটি আমার তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করুন। তিনি বলেন, এর পরপরই আল্লাহ তা'লার এমন এক অপার অনুগ্রহ ও দয়া আমার ওপর বর্ষিত হলো যে-আমার যে ছেলেটি দীর্ঘদিন ধরে ফ্রান্সে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল এবং যার দীর্ঘকাল ধরে কোনো খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছিল না, এমনকি এত দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ায় আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, সে হয়তো পথিমধ্যে কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মারা গেছে-হঠাৎ একদিন তার

একটি ফোন এল! সে ফোন করে আমায় জানাল যে, সে ফ্রান্সে পৌঁছে গেছে এবং শুধু তাই নয়, সে আরও জানাল যে, আমাদের দৈনন্দিন খরচ ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য সে একটি বড় অঙ্কের অর্থও আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তোলা সাহেব বলেন, আল্লাহর এই অলৌকিক সাহায্য দেখার পর আমার ঈমানের ভিত্তি আরও বহুগুণ সুদৃঢ় হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহর রাস্তায় চাঁদা দেওয়ার বরকতেই একদিকে যেমন আমি আমার সন্তানকে ফিরে পেলাম, অন্যদিকে আল্লাহ তা'লা আমাকে আমার দানকৃত অর্থের বহু গুণ বেশি ফিরিয়ে দিয়ে অঢেল রিযিক দান করলেন।

আর্জেন্টিনার এক নবাগত আহমদী অনেকদিন ধরেই আর্থিক সংকটে ছিলেন। সীমিত পেনশনের ওপর কোনোমতে দিনাতিপাত করছিলেন। চিকিৎসা ও ওষুধের জন্য প্রায়শ তার হাতে পর্যাপ্ত অর্থ থাকতো না। দোয়া চেয়ে চিঠি প্রেরণ করা হলে হুযূর আনোয়ার (আই.) তার রোগমুক্তির জন্য দোয়া করেন। স্থানীয় মুবাল্লিগ সাহেব তার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে তার কাছে তাহরীকে জাদীদের চাঁদা চাইতে দ্বিধাবোধ করছিলেন। তাই তিনি তাকে কেবল এটুকু বলেন যে, তিনি যদি চান, তাহলে কল্যাণ লাভের খাতিরে এ খাতে অতি সামান্য কিছু চাঁদা দিয়ে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন। কয়েক দিন পর সেই ভাই মুবাল্লিগ সাহেবকে ফোন করে বলেন, জামা'তের একাউন্টে তিনি কিছু চাঁদা পাঠিয়েছেন। মুবাল্লিগ সাহেব দেখেন, তিনি ২৫ মার্কিন ডলার পাঠিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে এই অঙ্কটি ছোটো মনে হলেও, তার আর্থিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এটি ছিল এক বিশাল অংকের কুরবানী। তিনি তার পরিবারের একমাত্র আহমদী সদস্য এবং পরিবার থেকে আহমদীয়াত ত্যাগের জন্য প্রচণ্ড চাপ ও তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হচ্ছেন। তা সত্ত্বেও তিনি নিজের ঈমানে সুদৃঢ় রয়েছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাকে ঈমানের ওপর অবিচল থাকার তৌফিক দিন।

বেনিনের একটি ঘটনা এই যে, একজন নব-আহমদী ভাই-যিনি খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন-তাঁর ছোট্ট একটি দোকান রয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন যে, আমার কাছে মাত্র দশ হাজার ফ্রাঙ্ক নগদ অর্থ ছিল। এমন সময় আমার মেয়ে কাছে এসে বলল যে, স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে বিদ্যালয় থেকে বের করে দিয়েছে, কারণ সে সময়মতো টিউশন ফি পরিশোধ করতে পারেনি। আমি যখন মেয়ের স্কুলের ফি পরিশোধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছি, ঠিক সেই মুহূর্তে মোয়াল্লিম সাহেব তাহরীকে জাদীদ তহবিলের চাঁদা সংগ্রহের জন্য উপস্থিত হলেন। আমি সেই সম্পূর্ণ অর্থটুকু আল্লাহর রাস্তায় চাঁদা হিসেবে দান করে দিলাম। এরপর আল্লাহ তা'লার এমন এক অনুগ্রহ বর্ষিত হলো যে, সেদিন সেই দানের পরপরই আমার দোকানে এত অধিক পরিমাণে ক্রেতার সমাগম ঘটল যে, একে একে প্রায় দুই লাখ ফ্রাঙ্ক মূল্যের পণ্য সামগ্রী বিক্রি হয়ে গেল এবং আমার খুব ভালো মুনাফাও অর্জিত হলো। ফলে, আমি ওই দিনই মেয়ের স্কুলের বকেয়া ফিও পরিশোধ করে দিতে সক্ষম হলাম।

অজস্র মানুষ নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো লিখে পাঠান যে, আমরা আর্থিক কুরবানি পেশ করি এবং বিনীত দোয়া করি। আমার কাছেও দোয়ার জন্য লিখতে থাকেন। এই সমস্ত আর্থিক ত্যাগের বরকতেই মানুষের বহু জটিল ও বিগড়ে যাওয়া কাজগুলো স্বয়ং আল্লাহ তা'লা চমৎকারভাবে গুছিয়ে দেন এবং তাদের সন্তান-সন্ততিদের নৈতিক সংশোধন ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের পথ সুগম হয়ে যায়।

কানাডার ন্যাশনাল সেক্রেটারি তাহরীকে জাদীদ লাজনা ইমাউল্লাহ লেখেন যে, লাজনার একজন সদস্য নিজের নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, আমি সবসময় আমার সাধ্য অনুযায়ী চাঁদা আদায় করেছি। গত বছর হুযূর যে খুতবা দিয়েছিলেন, তাতে তিনি হযরত আম্মা জান (রা.)-এর উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন যে, তিনি বছরের শুরুতেই নিজের ওয়াদা লিখিয়ে দিতেন এবং পরবর্তীতে তা পূর্ণও করে দিতেন। তিনি বলেন, আমি ভাবলাম যে আমি এর ওপর আমল করব এবং আমি আমার ওয়াদা লিখিয়ে দিলাম ও তা আদায়ও করে দিলাম, যা আমার দুই মাসের বেতনের সমান ছিল। এরপর আমি আল্লাহর বরকতের এমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করলাম যেন কোনো গোপন গুপ্তধন পেয়ে গিয়েছি। আমার বহু আটকে থাকা কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। একটি বাড়ি খুব ভালো দামে বিক্রি হয়ে গেল এবং অন্য জায়গায় একটি নতুন বাড়ি কেনার সৌভাগ্য পেলাম।

রাশিয়ার মুবাল্লিগ ইনচার্জ লেখেন যে, একনিষ্ঠভাবে কুরবানি দানকারী একজন আহমদী রয়েছেন। তিনি একদিন জুমুআর নামাযের পর একটি উপযুক্ত পরিমাণের অর্থ আমাকে দিলেন। আমি তাঁকে বললাম যে, আপনার তো কোনো বকেয়া নেই। তিনি বললেন, আমি আমার নিজ দেশে গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে যখন মস্কোয় ফিরে আসি, তখন অন্য দেশের যাত্রীদের সাথে বিমানবন্দরে আমাকেও আটকে দেওয়া হয়। পূর্বেও ইমিগ্রেশন

কর্মকর্তারা খুব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লোকজনকে আটকে ফেরত পাঠিয়ে দিত। তখন আমার মনে খেয়াল এল যে, খোদা তা'লার রাস্তায় খরচ করার মাধ্যমে সর্বদা কাজ উদ্ধার হয়। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমাকে যদি ফেরত না পাঠানো হয়, তবে নিজ দেশে যাওয়ার টিকিটের সমপরিমাণ অর্থ আমি খোদার রাস্তায় দান করব। অবশেষে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং আমি আমার ওয়াদা অনুযায়ী এই অর্থ প্রদান করছি।

আল্লাহ তা'লার অশেষ অনুগ্রহে তাহরীকে জাদীদের বিরানব্বইতম (৯২তম) বছর গত ৩১শে অক্টোবর সমাপ্ত হয়েছে। এরপর পয়লা নভেম্বর থেকে ৯৩তম বছরের শুভ সূচনা হয়েছে এবং বিগত বছর জামা'ত তাহরীকে জাদীদ তহবিলে মোট ২০.২৮ মিলিয়ন আর্থিক কুরবানি পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। গত বছরের তুলনায় এটি ৭ লক্ষ ২৭ হাজার পাউন্ড বেশি। এছাড়া বিগত বছরের তুলনায় চাঁদা প্রদানকারী সদস্যের সংখ্যায়ও ৪৬,৬১৬ জনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে।

অতঃপর হুযুর আনোয়ার মোট আদায়ের দিক থেকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দশটি দেশের জামা'তের অবস্থান বর্ণনা করেন, যার মধ্যে যুক্তরাজ্য (ইউকে) প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এরপর ভারতের দশটি প্রদেশের অবস্থান উল্লেখ করে প্রথমে কেরালা প্রদেশ প্রথম স্থান অর্জন করেছে বলে জানান এবং এরপর শীর্ষ ১০টি জামা'তের ধারাবাহিক অবস্থানের ঘোষণা দেন-যেখানে হায়দ্রাবাদ রয়েছে প্রথম স্থানে। এরপর কোয়েম্বাটুর (তামিলনাড়ু), তারপর তৃতীয় স্থানে রয়েছে কাদিয়ান, এরপর কালিকট, মেলাপালম, বেঙ্গালুরু, কেরং, কেরোলাই, কলকাতা এবং কন্নুর টাউন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) তাহরীকে জাদীদ খাতের চাঁদা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে খরচ হয় তা সংক্ষেপে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উন্নত ও ধনাঢ্য দেশগুলোর অনুদান বিশ্বের অন্যান্য দরিদ্র দেশের উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়। আফ্রিকাতে নির্মিত মসজিদ ও মিশন হাউসগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার এর অন্তর্ভুক্ত, যার সংখ্যা বর্তমানে ৭,৬০১টি। বিগত বছরে সেখানে ১২৩টি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে ২,৪০০টি মিশন হাউস রয়েছে, যার মধ্যে ১০৩টি নতুন নির্মিত। এসব মসজিদ ও ভবনের যাবতীয় ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় অনুদানের মাধ্যমে বহন করা হয়। এছাড়া আফ্রিকায় ৪৮৯ জন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এবং ২,২৭৪ জন স্থানীয় মুবাল্লিগ কর্মরত রয়েছেন; তাদের জীবনধারণের ব্যয় ও ভাতা কেন্দ্র থেকেই দেওয়া হয়। 'নুসরত জাহাঁ স্কীম'-এর অধীনে আফ্রিকার ১৩টি দেশে ৬২০টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হচ্ছে, যার সিংহভাগ ব্যয় কেন্দ্র থেকে বহন করা হয়। একইভাবে ১৪টি আফ্রিকান দেশে ৪১টি ক্লিনিক পরিচালিত হচ্ছে যার ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় অনুদান থেকে মেটানো হয়। বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিক সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে এবং সেখানকার ডাক্তারদের সম্মানী ও খরচ জামা'ত বহন করে থাকে। এ ছাড়া প্রচুর পরিমাণে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। তাহরীকে জাদীদের তহবিলের প্রধান অংশ এসব কল্যাণমূলক কাজেই ব্যয় হয়। আল্লাহ্তা'লা এই আর্থিক কুরবানী প্রদানকারী প্রত্যেকের ধনসম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দান করুন এবং সকল আর্থিক কুরবানীকারীকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন, আমীন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)